

## প্রজ্ঞাপনঃ ১৯৯৮

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়

পুলিশ শাখা ২

স্মারক/পু-২/পদক-৮/৯৫/১৬৩

তারিখঃ ৩১-৩-৯৮

বিষয়ঃ **বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম) এবং রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক (পিপিএম)-এর এককালীন এবং মাসিক ভাতা বৃদ্ধির প্রস্তাব প্রসঙ্গে।**

উপরোক্ত বিষয়ে পুলিশ সদর দফতরের স্মারক নং-এস/৭৩-৯৫/১৯, তারিখঃ ৪-০১-৯৬এর বরাতে নির্দেশক্রমে জানান যাচ্ছে যে, বাংলাদেশ পুলিশ পদক (বিপিএম) প্রাপ্তদের মাসিক ভাতা ১০০ টাকার স্থলে ২০০ টাকা এবং রাষ্ট্রপতির পুলিশ পদক (পিপিএম) প্রাপ্তদের মাসিক ভাতা ৫০ টাকার স্থলে ১০০ টাকা প্রদানের প্রস্তাব সরকার কর্তৃক অনুমোদিত হয়েছে।

উল্লেখ্য যে, বিপিএম এবং পিপিএম পদক প্রাপ্তদের এককালীন পুরস্কার প্রদানের পরিমাণ অপরিবর্তিত থাকবে।

স্বাক্ষর

রেবেকা সুলতানা

সিনিয়র সহকারী সচিব

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং-ইএন্ডটি/এমভি/৬৫-৮৯/৫৫২(১০০)

তারিখঃ ০৬/৪/৯৮

প্রতি

১।..\*

১১। .....\*

বিষয়ঃ **পুলিশ বাহিনীর ব্যবহৃত যানবাহন দুর্ঘটনা প্রসঙ্গে।**

সম্প্রতি লক্ষ্য করা যাইতেছে, জেলা ও ইউনিটসমূহে ব্যবহৃত যানবাহন প্রায়শঃই দুর্ঘটনায় পতিত হইয়া সরকারি সম্পত্তির ক্ষতিসাধিত হইতেছে। দুর্ঘটনার কারণ সম্পর্কে প্রাপ্ত প্রতিবেদন পর্যালোচনায় দেখা যাইতেছে, বৈধ লাইসেন্স ব্যতীত ব্যক্তি কর্তৃক অবৈধভাবে গাড়ি চালানোর ফলে অধিকাংশ দুর্ঘটনা সংঘটিত হইতেছে। অথচ উক্ত চালকদের বিরুদ্ধে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অধিকাংশ ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইতেছে না বলিয়া জানা যায়।

এমতাবস্থায়, যানবাহন ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণের জন্য আদিষ্ট হইয়া অনুরোধ করা যাইতেছে।

- (১) বৈধ লাইসেন্সপ্রাপ্ত চালক ব্যতীত অন্য কোন ব্যক্তি যাহাতে গাড়ি চালাইতে না পারে তাহার নিশ্চয়তা বিধান করা।
- (২) অবৈধভাবে কোন ব্যক্তি কর্তৃক গাড়ি চালাইয়া দুর্ঘটনা ঘটাইলে তাহার বিরুদ্ধে বিধি মোতাবেক ব্যবস্থা গ্রহণসহ ক্ষতিপূরণ আদায়ের কার্যক্রম গ্রহণ।
- (৩) দুর্ঘটনার কারণে কোন যানবাহন ক্ষতিগ্রস্ত হইলে নিয়ম অনুযায়ী ৩ সদস্য বিশিষ্ট কমিটির মাধ্যমে দুর্ঘটনার কারণ অনুসন্ধান, দায়-দায়িত্ব নিরূপণ ও ক্ষতির পরিমাণ নির্ধারণপূর্বক সংশ্লিষ্ট জেলা/ইউনিট প্রধানগণ পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে প্রতিবেদন প্রেরণ।

(৪) জেলা/ইউনিট প্রধানগণের লিখিত অনুমতি ব্যতীত কোন চালক যানবাহন চালাইতে পারিবে না।

উল্লেখিত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পালন করিতে জেলা ও ইউনিট প্রধানগণ তাহাদের অধীনস্থ কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদানসহ উল্লেখিত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে পালন করা হইতেছে কিনা তাহার নিশ্চয়তা বিধান করিতে অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বাঃ

(মোঃ আনোয়ার হোসেন)

সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (ইএন্ডটি)

বাংলাদেশ, ঢাকা

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং সেল ৭৫১-৯৭/১০৬৫(১১৬)

তারিখঃ ৯-৬-৯৮

১। .....\*

১০। \*

**বিষয়ঃ বিভাগীয় মামলায় সিকিউরিটি সেলে, বিশেষ শাখা ও সিআইডি'র কর্মকর্তাগণের সাক্ষ্য দান প্রসঙ্গে**

সম্প্রতি ইহা লক্ষ্য করা যাইতেছে, পুলিশ সিকিউরিটি সেলের কর্মকর্তাগণের দাখিলকৃত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে রুজুকৃত বিভাগীয় মামলাসমূহে দলিল হিসাবে ব্যবহার করিবার জন্য অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার স্বাক্ষরিত প্রতিবেদন ও অন্যান্য প্রতিবেদন/কাগজপত্র চাওয়া হইতেছে এবং সংশ্লিষ্ট অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাগণের সাক্ষ্য প্রদানের জন্য ডাকা হইতেছে।

এখানে উল্লেখ্য যে, প্রাপ্ত অভিযোগের ভিত্তিতে দাখিলকৃত অনুসন্ধান প্রতিবেদন কোন বিভাগীয় মামলায় দালিলিক প্রমাণ হিসাবে ব্যবহার্য নহে। প্রতিবেদনে অনেক গোপনীয় বিষয় থাকে যাহা অভিযুক্ত ও অন্যান্য সাক্ষীদের গোচরীভূত হওয়া সমীচীন নহে। প্রতিবেদনের অনুলিপি ও অন্যান্য দলিলাদি বিভাগীয় মামলায়, তদন্তকারী কর্মকর্তার তদন্ত পরিচালনার সুবিধার্থে তথ্য দানের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করা হয়। কোন বিভাগীয় মামলার অভিযোগনামা সিকিউরিটি সেল কর্তৃক পেশকৃত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হইলেও উক্ত অভিযোগসমূহ স্থানীয় সাক্ষীর জবানবন্দি ও বিভাগীয় মামলার তদন্ত চালাকালীন সংগৃহীত উপস্থাপনা বা দলিল দ্বারা প্রমাণিত হওয়াই বাঞ্ছনীয়। এক্ষেত্রে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তার সাক্ষী দেওয়ার বা দলিলাদি উপস্থাপনের প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয় নাই। কোন বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ দলিল/কাগজপত্র প্রমাণের জন্য কখনও প্রয়োজন হইলে হেডকোয়ার্টার্সের অনুমতিক্রমে তাহাকে প্রেরণ করা সম্ভব হইবে।

বিভাগীয় মামলার জন্য সিকিউরিটি সেল, বিশেষ শাখা বা সিআইডি হইতে প্রতিবেদন ও অন্যান্য কাগজপত্রের সত্যায়িত অনুলিপি বিভাগীয় মামলা পরিচালনার জন্য যথেষ্ট হইবে এবং বিভাগীয় মামলা তদন্তকালে যুক্তিসঙ্গত কোন কারণ ব্যতিরেকে সিকিউরিটি সেল, সিআইডি এবং বিশেষ শাখার অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাগণকে বিভাগীয় মামলায় সাক্ষী হিসাবে না ডাকাই সমীচীন।

এমতাবস্থায় ভবিষ্যতে নেহায়েত প্রয়োজনীয়তার উদ্ভব না হইলে বিভাগীয় মামলা তদন্তকালে সিকিউরিটি সেল/সিআইডি বা বিশেষ শাখার অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাদের না ডাকার জন্য নির্দেশক্রমে অনুরোধ করা হইল। তবে অনুসন্ধানকারী কর্মকর্তাগণের প্রতিবেদনের কপি অবশ্যই ঘোষিত কর্মকর্তা দ্বারা সত্যায়িত করিয়া প্রেরণের ব্যবস্থা করা হইবে।

স্বাক্ষর

(মোঃ দেলওয়ার হোসেন)

সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (সেল)

বাংলাদেশ, ঢাকা।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।  
পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

স্মারক নং-জিএ/১৮৮-৮৪ (অংশ)/২১৭৬ (১১৫)

তারিখ : ২৪/৬/৯৮

প্রতি,

১। .....\*

১৩।.....\*

বিষয়ঃ পুলিশ পরিদর্শকগণের কর্মস্থলের দায়িত্বভার অর্পণ/গ্রহণ প্রসঙ্গে।

উপরোক্ত বিষয়ে লক্ষ্য করা যাইতেছে, কোন কোন পুলিশ পরিদর্শক বদলীসূত্রে দায়িত্বভার অর্পণ/গ্রহণ করার সময় বেসামরিক হিসাব পদ্ধতির ৪৭ অনুচ্ছেদের বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমে বদলীর বিজ্ঞপ্তি আদেশ-এর নম্বর ও তারিখ উল্লেখ করেন না এবং উক্ত ফরমে স্পষ্ট অক্ষরে নিজের নাম, পদবী ও কর্মস্থলের নাম না লিখিয়া অস্পষ্টভাবে স্বাক্ষর করিয়া থাকেন। ইহা ব্যতীত লক্ষ্য করা যাইতেছে, জেলা/রেঞ্জ আদেশের ক্ষেত্রে কোন কোন জেলা/রেঞ্জ হইতে বদলীর আদেশের কপি যথাসময়ে অত্র হেডকোয়ার্টার্সে পাওয়া যায় না। ফলে কোন কর্মকর্তাকে কোন স্থানে বদলী করা হইয়াছে এবং বদলীসূত্রে কোন কর্মস্থলে যোগদান করিয়াছেন বা দায়িত্বভার অর্পণ করিয়াছেন উহার রেকর্ড যথাযথভাবে হালনাগাদ সংরক্ষণ করা সম্ভব হইতেছে না। উল্লেখ্য যে, পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে কর্মকর্তাগণের জীবন ও চাকুরীর বৃত্তান্ত কম্পিউটারে সংরক্ষণের ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইয়াছে।

এমতাবস্থায়, ভবিষ্যতে পুলিশ পরিদর্শকগণকে জেলা/রেঞ্জ আদেশে বদলী করা হইলে উহার অনুলিপি পুলিশ হেডকোয়ার্টার্সে যথাসময়ে প্রেরণ করিতে এবং পুলিশ পরিদর্শকগণকে বদলীসূত্রে দায়িত্বভার অর্পণ/গ্রহণ করার সময় বেসামরিক হিসাব পদ্ধতির ৪৭ অনুচ্ছেদের বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত ফরমে স্বাক্ষর করার সময় পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স বিজ্ঞপ্তি/জেলা/রেঞ্জ-এর যে আদেশ/বিজ্ঞপ্তিমূলে বদলী করা হইয়াছে উহা উল্লেখকরতঃ নাম, পদবী এবং যে কর্মস্থলের দায়িত্বভার অর্পণ/গ্রহণ করিবেন তাহা স্পষ্ট অক্ষরে লিখার প্রয়োজনীয় নির্দেশ প্রদান করিতে আদিষ্ট হইয়া অনুরোধ করা হইল।

স্বাঃ

(এম এ আজিজ সরকার)

সহকারী মহা-পুলিশ পরিদর্শক (সংস্থাপন)

বাংলাদেশ, ঢাকা।

ফোনঃ৯৫৬৬৬৭৭

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ।  
বিধি শাখা।

নং মপবি-১/২/৯২-বিধি/১১১

তারিখঃ ৮ ডিসেম্বর, ১৯৯৮

অফিস স্মারক

বিষয়ঃ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর বিভিন্ন জেলায় সরকারি সফরকালে বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশের ডিআইজি এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার(প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) উপস্থিত প্রসঙ্গে।

নির্দেশক্রমে এই মর্মে জানানো যাইতেছে যে, মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বিভাগীয় সদর দফতর সফরকালে বিভাগীয় কমিশনার, পুলিশের ডিআইজি এবং মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন ও প্রত্যাগমনকালে উপস্থিত থাকিবেন এবং সফরসঙ্গী হইবেন। জেলা সদরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আগমন ও প্রত্যাগমনকালে বিভাগীয় কমিশনার ও ডিআইজি অব পুলিশের উপস্থিত ও সফরসঙ্গী হওয়ার বিষয়ে সুনির্দিষ্ট নির্দেশনা

থাকিলে তাহারা উপস্থিত থাকিবেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জেলা সদরে আগমন ও প্রত্যগমনকালে জেলা প্রশাসক ও পুলিশ সুপার উপস্থিত থাকিবেন এবং জেলার অভ্যন্তরে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সফরকালে সফরসঙ্গী হইবেন।

স্বাঃ  
(এম ইউ এ কাদের)  
যুগ্ম-সচিব

বিতরণঃ

- ১। বিভাগীয় কমিশনার (সকল)
- ২। পুলিশের ডিআইজি (সকল)
- ৩। মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার (সকল)
- ৪। জেলা প্রশাসক (সকল)
- ৫। পুলিশ সুপার (সকল)।

---

**গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার**  
**পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।**  
**পরিপত্র ৩/৯৮**

বিষয়ঃ **মামলার তদন্তে ও বিচারে অভিযোগ প্রমাণের জন্য প্রয়োজনীয় তথ্য ও সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ ও উপস্থাপন প্রসঙ্গে।**

মামলার সুষ্ঠু তদন্ত শেষে অভিযোগপত্র দাখিল করা এবং আদালতে বিচারকালে সাক্ষ্যপ্রমাণ উপস্থাপনপূর্বক বিচারকার্য পরিচালনায় সহযোগিতা প্রদানের মাধ্যমে আসামীদের বিরুদ্ধে শাস্তির বিধান নিশ্চিত করা পুলিশের অন্যতম দায়িত্ব। তদন্ত করার সময় তদন্তকারী কর্মকর্তার নানাবিধ ক্রটির কারণে মামলার বিচারে আশানুরূপ ফলাফল পাওয়া যায় না। এমনকি মালামালসহ হাতেনাতে ধৃত আসামীও তদন্তের নানাবিধ ক্রটির কারণে কোন কোন ক্ষেত্রে বিচারে খালাস পাইয়া থাকে বলিয়া প্রতীয়মান হয়।

নিম্নে কয়েকটি ক্রটি উল্লেখপূর্বক প্রতিকারের জন্য দিক-নির্দেশনা প্রদান করা যাইতেছেঃ

১। ঘটনাস্থলে তল্লাশি, মালামাল উদ্ধার ও জব্দনামা প্রস্তুত এবং সাক্ষীদের সাক্ষ্য গ্রহণের ক্ষেত্রে প্রচলিত আইন ও বিধি যথাযথভাবে প্রতিপালন করা হয় না। কোন বাড়ি ও স্থান তল্লাশি এবং মালামাল উদ্ধারকালে এই সময় ঘটনাস্থলে উপস্থিত স্থানীয়, নিরপেক্ষ গণ্যমান্য লোকজনদেরকে সাক্ষী হিসাবে নির্ধারণ না করিয়া পরবর্তীতে অন্য লোককে সাক্ষী হিসাবে নির্বাচন করা এবং সাক্ষীদের সম্মুখে আলামত বা উদ্ধাকৃত মালামাল জব্দ না করিয়া পরে থানায় ডাকিয়া জব্দনামায় দস্তখত নেওয়া হয় বলিয়া অভিযোগ পাওয়া যায়। পরবর্তীতে অনেক ক্ষেত্রেই ঐ সকল সাক্ষীরা তল্লাশিস্থলে উপস্থিত ছিলেন না এবং জব্দকৃত মালামাল দেখেন নাই বলিয়া আদালতে এফিডেভিট করেন ও সাক্ষী প্রদানে অনীহা প্রকাশ করিয়া থাকেন। এই ক্ষেত্রে আসামীরা আদালতে বেনিফিট অব ডাউট পাইয়া থাকেন।

মামলার ঘটনাস্থল বা তল্লাশি করিবার স্থানে স্থানীয় নিরপেক্ষ ও গ্রহণযোগ্য সাক্ষীদের উপস্থিতিতে তল্লাশি করিতে হইবে। জব্দ করার তারিখ, সময় ও স্থান সঠিকভাবে উল্লেখপূর্বক ঘটনাস্থলেই সাক্ষীদের দস্তখত গ্রহণ করিতে হইবে। তল্লাশি শেষ হইবার সঙ্গে সঙ্গে অথবা পরবর্তী ডাকে তল্লাশির একটি রিপোর্ট সংশ্লিষ্ট আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে। কোন মালামাল পাওয়া না গেলে যথারীতি শূন্য জব্দনামা প্রস্তুত করিয়া জব্দনামায় সাক্ষীদের দস্তখত গ্রহণ করিতে হইবে। এই বিষয়ে ফৌজদারী কার্যবিধির ১০৩ ও ১৬৫ ধারা এবং পিআরবি-এর ১৮০ বিধির উল্লিখিত নির্দেশাবলী যথাযথভাবে প্রতিপালন নিশ্চিত করিতে হইবে।

২। কোন কোন ক্ষেত্রে একটি আয়েয়াস্ত্র এক ব্যক্তির পজেশন হইতে উদ্ধার করা হইয়াছে। বলিয়া জন্ম তালিকায় উল্লেখ থাকিলেও এজাহারে একাধিক আসামীর নাম অন্তর্ভুক্ত করা হয়। অথচ অন্তর্ভুক্তির কারণ সঠিকভাবে এজাহারে উল্লেখ করা হয় না। ইহাতে এজাহার ত্রুটিপূর্ণ হয়। এবং অভিযোগের সত্যতা সম্পর্কে আদালতে সন্দেহের উদ্রেক হয়।

অবৈধ অস্ত্র রাখার বিষয়ে সহযোগীদের সম্পর্কে এজাহারে সুস্পষ্ট উল্লেখ করিতে হইবে। উদ্ভবতন কর্মকর্তাগণ তদন্ত তদারকির সময় উপরোক্ত বিষয় সঠিকভাবে দেখিবেন।

৩। এজাহারের সাথে জন্ম তালিকা আদালতে প্রেরণ করার নিয়ম পালন করা হয় না। এই সময় প্রসিকিউশনের নানারূপ সমস্যা দেখা দেয়।

মামলা রুজু করিবার প্রাক্কালে কোন মালামাল জন্ম হইয়া থাকিলে তদসংক্রান্ত একটি তালিকা এজাহারের কপির সাথে আদালতে প্রেরণ করিতে হইবে।

৪। আদালতে মামলার বিচারকালে তদন্তের নানাবিধ ত্রুটি ধরা পড়ে যাহার কারণে আসামী খালাস পাইয়া যায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে তদন্তকারী কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ত্রুটিপূর্ণ তদন্তের অভিযোগ আনিয়া শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে হয়। ইহা নিতান্তই অনভিপ্রেত।

মামলা তদন্তের মানোন্নয়ন প্রসঙ্গে পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স হইতে প্রয়োজনীয় নির্দেশনা প্রদানপূর্বক পরিপত্র নং ১৭/১৯৯৭ জারি করা হইয়াছে। উক্ত পরিপত্রের নির্দেশাবলী পালন করিতে হইবে। উদ্ভবতন কর্মকর্তাগণ বিভিন্ন পর্যায়ে মামলার তদন্ত তদারকি করিয়া চূড়ান্ত রিপোর্ট প্রদানের পূর্বেই তদন্তের যাবতীয় ভুল-ত্রুটি সারাইয়া লইবার ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন।

৫। মামলার বিচার চলাকালে আদালতে সাক্ষী হাজির করা পুলিশের অন্যতম দায়িত্ব। দেখা গিয়াছে, একাধিকবার সমন/ওয়ারেন্ট জারি হওয়ার পরও সাক্ষী সময়মত হাজির না হওয়ার ফলে বিচারকার্য বিলম্বিত হয়। তদন্তকারী কর্মকর্তাদের নির্ধারিত দিনে আদালতে সাক্ষ্য প্রদান নিশ্চিত করিতে হইবে।

মামলার সাক্ষীদের বিরুদ্ধে ইস্যুকৃত সমন/ওয়ারেন্ট জরুরী ভিত্তিতে তামিলপূর্বক আদালতে হাজির নিশ্চিত করিবার জন্য বলা হইল।

স্বাঃ

মো ইসমাইল হুসেন

মহা-পুলিশ পরিদর্শক

স্মারক নং অপরাধ/১২২৮(৭০)

তারিখঃ ১৯/৪/৯৮

অনুলিপি অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য প্রেরণ করা হইলঃ

১। .....\*

৪। পুলিশ সুপার, ঢাকা।

(মো ফজলুল হক)

উপ-মহা-পুলিশ পরিদর্শক (অপরাধ)

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

পুলিশ হেডকোয়ার্টার্স, ঢাকা।

সাকুলার নং-৪/৯৮৮

বিষয়ঃ গৃহ তল্লাশি পরিচালনা ও গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিদের সহিত মানবিক আচরণ প্রসঙ্গে।

আসামী গ্রেফতার, অপহৃত ব্যক্তি উদ্ধার ও চোরাইমাল উদ্ধার করার নিমিত্তে পুলিশ কর্মকর্তাকে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের বাড়িঘর তল্লাশি করিতে হয়। এই কর্তব্য সঠিকভাবে পালন করার জন্য ফৌজদারী কার্যবিধি ধারা ১০২, ১০৩, ১৬৫ ও ১৬৬ এবং পুলিশ রেগুলেশন-এর বিধি ২৮০-তে পুলিশের করণীয় ও বর্জনীয় নিয়ম পদ্ধতি পরিষ্কারভাবে বর্ণিত রহিয়াছে।

লক্ষ্য করা গিয়াছে, কিছু কিছু পুলিশ অফিসার সময় অসময় বিবেচনা না করিয়া এবং উপরোক্ত বিধিবিধানসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন না করিয়া গৃহ তল্লাশি করিয়া থাকেন যাহাতে। অনেক সময় জটিলতার সৃষ্টি হয়। এই ধরনের জটিলতা এড়ানোর জন্য উপরোক্ত আইন ও বিধিসমূহ যথাযথভাবে প্রতিপালন করার নির্দেশ পুনরাবৃত্তি করা হইতেছে।

দেশের প্রচলিত আইনানুযায়ী অপরাধ দমন ও আইন-শৃংখলা রক্ষার লক্ষ্যে অপরাধী বা দুষ্টকারী গ্রেফতার করা পুলিশের সার্বক্ষণিক দায়িত্ব। এই দায়িত্ব অবশ্যই আইন ও বিধিসম্মতভাবে পালন করিতে হইবে। সম্প্রতি কোন কোন জাতীয় দৈনিক পত্রিকায় কয়েকটি অপ্রীতিকর ঘটনার সংবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। যেখানে পুলিশের আচরণে জনমনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া হওয়ার অবকাশ রহিয়াছে। এই ধরনের পরিস্থিতি যাহাতে সৃষ্টি না হয় তাহা নিশ্চিত করিতে এবং মানবাধিকার সংরক্ষণ ও আইনসঙ্গতভাবে দায়িত্ব পালনের বিষয়ে নিম্নবর্ণিত কার্যক্রম গ্রহণ করিবার জন্য নির্দেশ প্রদান করা যাইতেছেঃ

১। কোন ব্যক্তিকে গ্রেফতারের আইনসঙ্গত কারণ না থাকিলে তাহাকে গ্রেফতার করা যাইবে না। সকল আটক ব্যক্তির সাথে মানবিক আচরণ করিতে হইবে। আটক ব্যক্তির উপর কোনরূপ শারীরিক নির্যাতন বা অসদাচরণ করা যাবে না। এই প্রসঙ্গে পিআরবি রুল ৩১৭ ও ৩৩০-এ প্রদত্ত নির্দেশনা পালন করিতে হইবে। মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র-এর ৯, ১০ ও ১১ অনুচ্ছেদ-এ বর্ণিত। নীতিমালা অনুসরণ করিয়া গ্রেফতারকৃত ব্যক্তির উপর পুলিশের আচরণ নিয়ন্ত্রণ রাখিতে হইবে। এই সকল আদেশ পালনে কোন ব্যত্যয় ঘটিলে দায়ী পুলিশ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে বিধি অনুযায়ী শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য নির্দেশক্রমে ইউনিট প্রধানগণকে অনুরোধ করা যাইতেছে।

স্বাক্ষর

(মো ফজলুল হক)

উপ-মহা পুলিশ পরিদর্শক (প্রশাসন)

বাংলাদেশ, ঢাকা।

স্মারক নং-অপরাধ/১৪৫৭(৯৬)

তারিখঃ ০৩-৫-৯৮